International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN:3049-2017
IJMH 2025; 2(5): 57-59
© 2025 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 29-09-2025
Accepted: 06-10-2025
Publish : 07-10-2025

Saraswati Hembram
Dept. of Bengali.
Kharagpur College,
West Medinipur,
West Bengal, India.

Correspondence:
Saraswati Hembram
Dept. of Bengali.
Kharagpur College,
West Medinipur,
West Bengal, India.

বাংলার শিল্পকলায় পটচিত্রের আধুনিকীকরণ

Modernization of Patachitra in Bengali Art.

Saraswati Hembram

'একটি বিশাল গল্পকে চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করতে হলেও, তার মধ্যে অনেক কিছুই বর্জন করতে হয় এবং যথার্থ চুম্বক বা ইঙ্গিত মূলক ঘটনা গুলিকে কেন্দ্র করে মূল কাহিনী সঙ্কিত বা চিত্রায়িত করা হয়।[1]

Abstract:- আজকাল নগর সভ্যতায় মানুষ এত ব্যস্ত, যেন মনে হয় সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে কোথায় কী হচ্ছে? আমরা তার কোনো খবর রাখি না। শুধুমাত্র টিভি, সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া, অফিসের কাজ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছি, এর বাইরে কোন জগৎ নেই। মনে করি আমাদের জীবনে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রনা ভোগ করছি কিন্তু একবার গ্রাম্য পরিবেশে থাকা মানুষগুলোর কথা ভাবি না তারা কী করে আছে? আর কী করেই বা জীবন কাটাচ্ছে যেখানে জিনিসের দাম আকাশস্পর্শী। ভাবতে গেলে অবাক লাগে তাই না? বলতে গেলে গ্রাম্য মানুষগুলো তাদের ভালো লাগা সমস্ত দিক থেকে নিজেদের বঞ্চিত রেখে, শুধুমাত্র পেটের দায়ে জীবিকা অর্জন করে চলেছে। কিন্তু এমনও কিছুজন রয়েছে তারা তাদের লোকশিল্পকে আগলে রেখেছে। দিনশেষে কাজ সেরে আসা মানুষগুলি হতাশ হয় না কারণ তারা তাদের আবেগ, অনুভূতি, দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ক্রিয়াকলাপ ব্যক্ত করে লোককাহিনীর দ্বারা। আর এই লোককাহিনীগুলিকে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন চিত্রে। আর এই চিত্রের দ্বারা সমস্ত হাসি-কান্না, আনন্দ-দুঃখ, হতাশা, নিরাশা, আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। বর্তমান সময়ে যেখানে অন্নের জন্য মারামারি সেখানে এই মানুষগুলো তাদের লোকশিল্পকে জাগ্রত করে, পটচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আগামী দিনে এই পটচিত্রগুলি মানুষের হৃদয়কে কতখানি আকৃষ্ট করতে পারবে এবং বাংলার শিল্পকলায় এই পটচিত্র আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কতটা সমৃদ্ধ হবে এটাই আমার আলোচ্য বিষয়।

Keyword:- পটচিত্র, শিল্পকলা, আকাশস্পর্শী, আকৃষ্ট, মহিলাদের অবদান, আধুনিকীকরণ।

পটচিত্র:- এই শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'পট্ট' থেকে। যার অর্থ কাপড়। প্রাচীন লোকশিল্পের অতিপ্রচলিত মাধ্যম হল পট। প্রাচীন বাংলা এবং বাংলার আশেপাশের বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিরাট অংশের ঐতিহ্যের বাহক এই পট। পটচিত্র মূলত বাংলা এবং ওড়িশা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিল্প। রাজস্থানের কিছু অঞ্চলেও পটচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তা বাংলা বা ওড়িষ্যার মত সমৃদ্ধশালী নয়। 'খ্রীষ্ট জন্ম পরবর্তী প্রথম শতকে বৌদ্ধভিক্ষুরা বুদ্ধদেবের জীবনী ও পূর্বজন্ম সংক্রান্ত জাতকের গল্প নিয়ে তৈরি করা একপ্রকার বিশেষ পট প্রদর্শন করতেন যাকে বলা হয় মস্করী পট। দ্বিতীয় শতকে রচিত হরিবংশ গ্রন্থে, ৪র্থ শতকে কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ও মালবিকাগ্নিমিত্রম্ গ্রন্থে, সপ্তম শতকে বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত এবং অষ্টম নবম শতকে রচিত উত্তররামরচিত গ্রন্থে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টম শতকে রচিত বিশাখাদত্তের বিখ্যাত নাটক মুদ্রারাক্ষস-এও যমপটের বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু কিছু লৌকিক গ্রন্থ, বিভিন্ন পুস্তকগুলির থেকে পটের বিবরণ পাওয়া যায়।[2]

প্রকারভেদ:- বাংলায় সাধারণত দু ধরণের পট প্রচলিত। চৌকোপট আর বহুপট বা দীর্ঘপট। কালিঘাটের স্বয়ং সম্পূর্ণ একক পটগুলি হল চৌকোপট আর জড়ানো পটগুলি হল বহুপট বা দীর্ঘপট। আকার অনুসারে পটচিত্রকে দুভাগে ভাগ করা হলেও বিষয়ভিত্তিতে বাংলার পটচিত্রকে চারভাগে ভাগ করা যায়:-

১.চক্ষুদান পট বা জাদুপট:- মূলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার আদিবাসী চিত্রকররা সাঁওতাল উপকথার ভিত্তিতে সাঁওতালদের জন্মকথা পটের ছবিতে বিবৃত করেন। সাঁওতাল, ভূমিজ, বাংলাদেশের ভেদিয়া উপজাতির মধ্যে প্রচলন আছে জাদুপট বা চক্ষুদান পট। আদিবাসী পরিবারের কারোর মৃত্যু হলে এই পটুয়ারা দ্রুত তার ছবি এঁকে ফেলে। চিত্রটি সব দিক থেকে সম্পূর্ণ হলেও তার চোখের মণিটি থাকে না। চিত্রকর ছবিটি দেখিয়ে মৃত ব্যক্তির পরিজনদের বলে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকে গিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই সে বুঝতে পারছে না কোথায় কিভাবে যাবে। যদি তাকে উপযুক্ত অর্থ বা পারিতোষিক দেওয়া হয় তবে সে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে মণিটি বসিয়ে দিতে পারে, তবে মৃত ব্যক্তিটি তার পথ খুঁজে নিতে পারবে। জাদুপটে পটুয়ারা পশুপাখিসহ নানা দেব-দেবীর ছবিও এঁকে থাকে।

২.যমপট:- এই পটে যম বা ধর্মরাজের বিচারে দন্ডিত ব্যক্তির নরকযন্ত্রনা আর পুণ্যবান ব্যক্তির স্বর্গসুখের দৃশ্যাবলী আঁকা হয়। ইহ জীবনে ন্যায় কাজের পুরষ্কার বা অন্যায় কাজের জন্য শাস্তিভোগ-এর চিত্র দক্ষহাতে ফুটিয়ে তুলে লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে পটুয়ারা। অনেক সময় যে কোনো জড়ানো পটের শেষেও আঁকা হয় যমপট।

৩.গাজিরপট:- প্রকৃতপক্ষে এই পট হল মুসলমানদের পট। এতে মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজি এবং পীরদের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিবৃত হয়। তবে মুসলিম পট হলেও এই শ্রেণীর পটে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় বা বনবিবির ছবিও দেখা যায়।

৪.সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পট হল চতুর্থ শ্রেণীর লৌকিক পট। বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন এ শ্রেণীর পটের তুলনা মেলা ভার তেমনি অঙ্কন শৈলিতে এই পট শ্রেষ্ঠতার দাবীদার। 'পুরাণ', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'কৃষ্ণলীলা', 'মনসামঙ্গল' সহ অনান্য 'মঙ্গলকাব্য', 'চৈতন্যজীবন' থেকে আহত আখ্যান লোকশিল্পীদের তুলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও 'কালীঘাটপট', 'দূর্গাপট', 'চালচিত্রপট', সারিপট প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্রকর কাহিনী ব্যক্ত করে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

পরিচিতি:- পটুয়ারা পশ্চিম বাংলার নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিম ও পুরুলিয়ায় 'পেটিদার', 'পটইকা', 'পট্টীকার', বীরভূম ও মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে চিত্রকর 'পটকার', 'পটেরী', 'পোটো' এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পটুয়া নামেরই চল বেশী। এছাড়াও মহারাষ্ট্রে ও রাজস্থানে 'চিত্রকথী', 'চাতেরা' ইত্যাদি নামেও পটুয়ারা পরিচিত। স্বভাবতই সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পটের নিদর্শন পাওয়া যায়। এমনকি ভারতের বাইরে চিন, জাপান, নেপাল, তিব্বত, মিশর প্রভৃতি স্থানে পটের প্রচলন ছিল। কিন্তু বাংলার পটের মত চিত্রকথা, লোককাহিনী, শিল্পের সৌন্দর্য্যতা আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

উপকরণ:- মানুষের জীবন- যাপন ও জীবন সংগ্রামের ধারায় তথা মানব সমাজের ভয়- ভাবনার, আশা-আকাঙ্খার আদিম ইতিহাসের বিশিষ্ট কলা লালিত হয়ে চলেছে বাংলার পটশিল্পের লৌকিক ঐতিহ্যে। উপকরণের দিক থেকে পটগুলো প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। পট মূলত কাপড়ের উপর আঁকা ছবি আর লোকসাহিত্য হিসাবে উপকরণগুলো শিল্পীকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। তাই বিভিন্ন দেশজ সহজলভ্য উপাদানকেই তাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের শিল্পে। কাপড় রং-এর জন্য দেশি নীল, খড়িমাটি, গেরিমাটি, সিন্দুর, হলুদ, বিভিন্ন কালি, প্রদীপের কালি, গাছের পাতা ইত্যাদির ব্যবহার হত আর বেলের আঁঠা, তেঁতুলের বীজকে আঁঠা হিসেবে পটের জন্য ব্যবহৃত হত। পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিমের আঠা দেওয়া হত। তুলি হিসেবে কাঠবেড়ালির লোম, ছাগলের লোম, বেজির চুল ব্যবহার হত। পরবর্তীকালে কাপড়ের বদলে কাগজের পট এবং রঙের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্যাব্রিক বা কেমিক্যাল রং ব্যবহৃত হত পট তৈরির জন্য।

পটুয়া সঙ্গীত ও জীবিকা:- পটের গান বা পটুয়া সঙ্গীত সাধারণত এমন এক লোকগীতি যার মাধ্যমে পটের ছবি দেখে সুরের কন্ঠে চিত্রকর গল্প বা কাহিনী শোনাতেন। এ ধরণের সঙ্গীত পটুয়ারা নিজেরাই তৈরি করে থাকেন। যে সব চিত্রগুলি তারা অঙ্কন করতেন সেই চিত্রের মাধ্যমে গান ব্যক্ত করে মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। এই চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে:-

১.সাবিত্রী সত্যবান পটের গান, ২. বেহুলা মনসামঙ্গল পটের গান, ৩. সীতাহরণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাহিনীকে বিবৃত করে গানের দ্বারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। পটের ছবির সঙ্গে সর্ম্পকিত পৌরাণিক বা নীতি কথাটি চিত্রকর বর্ণনা করে অর্থ বা দান সামগ্রী উপার্জন করত। কিন্তু বর্তমানে গতিময় জীবনে ধৈর্য ধরে পটগান শুনবার মতন অবকালের বড্ড অভাব মানুষের জীবনে। পটচিত্র গুলি অপেক্ষাকৃত দামী হওয়ায় বর্তমানে অনেক ক্রেতাই কমদামে মধ্যমানের পটচিত্র কেনেন। ফলে, প্রকৃত শিল্পী যথাযথ মূল্য পান না। শুধুমাত্র পটুয়াদের থেকে পট ক্রয়ই নয়, পরিশ্রম সাধ্য এই শিল্প সৃষ্টির পিছনে থাকা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানোর পটচিত্রের প্রচলন অব্যহত রাখবার একমাত্র উপায়। তাই বলা যায়:-

'চিত্রপট রচনা মানুষের আনন্দ ও শিক্ষাবিধানের জন্য। চিত্রপটের ব্যবহারে সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মনন ও কল্পনার দ্বারা মানুষ জীবন ও পৃথিবীর বহু সত্যের পরিচয় লাভ করেছে। দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলায় এই সব সত্যের প্রকাশ দেখা যায়। যাঁরা নিজের জীবনে নানা উন্নতস্তরের উপলব্ধির উপকরণে সন্ধান পেয়েছেন তারাই যুগে যুগে এই সবের সাহায্যে তাঁদের লব্ধজ্ঞানের আভাস অন্য ন্য মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেছেন।'[3]

বাংলার চিত্রকর পটুয়া সম্প্রদায় কখনও কারও অনুশাসনের বাহুডোরে বাঁধিত থাকেনি। এর জন্যই তারা হিন্দু সমাজপতিদের কাছে এবং মুসলিম সমাজপতিদের কাছে অপাংক্তেয় থেকেছে। বহুকাল ধরে এই চিত্রকর সম্পদায় বিভিন্ন রকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমনকি তাদের অনিশ্চিত সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের শিল্পসত্বা ও ধর্মীয়

সত্ত্বা বৈপরিত্য অবস্থান নিয়েছে। 'উপস্থাপন, বৈচিত্র্য, অংকণ নৈপুণ্য ইত্যাদি নিয়ে তার সামগ্রিক রূপটি শুধু যে বঙ্গীয় শিল্প সমালোচকদের কাছেই বির্তকের বস্তু এমন নয়, ভারতের ও বিদেশের কলারসিক মহলেও তার আলোচনা হয়েছে একাধিকবার।'[4]

মহিলাদের অবদান:- আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যেকোনো শিল্প তৈরিতে পুরুষদের অবদান বেশি কিন্তু পটশিল্পে মহিলাদের অবদানও কম নয়। কারণ তারা বাংলার ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করে পোড়ামাটির পুতুল। আজ বিভিন্ন জায়গায় কাপড়ের পটগুলি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এই মাটির পুতুলের গুরুত্বও কম নয়। এই পুতুল তৈরিতে নানাধরনের মাটির প্রয়োজন হয়। পটুয়া মেয়েরা এই পুতুল নিয়ে মেলায় যায় এবং চিত্র-বিচিত্রিত রাশি রাশি পুতুলের সমারোহ সহজেই ছোট্ট শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে এই পুতুলের চিহ্ন পাই যেমন:- মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোলের পুতুল বিশেষ পরিচিত। এছাড়া নির্ভয়পুর, কেশববাড়, চৈতন্যপুর, নয়া, খাদপুর প্রভৃতি এলাকায় এই ধরণের পুতুল তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু আজ আমাদের স্মৃতি থেকে এই সমস্ত পটগুলি হারিয়ে গেছে। শুধু পড়ে থাকে পটুয়াদের কথা কারণ-

'পটুয়া সমাজ আজ এক দুশ্চিন্তা ও আশংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য পটুয়া চিত্রকরদের তৈরি পুতুলের আর খোঁজ পড়বে না। এমনি করেই আর পাঁচটা লোকশিল্পের মতই কাঠের পুতুল বা পটুয়াদের পুতুল যাই হোক না কেন, গ্রাম গঞ্জের সব পুতুল শিল্পগুলি একদিন দেশ থেকে লোপাট হয়ে যাবে।'[5]

আধুনিকীকরণ:- পটচিত্রকে আধুনিকীকরণ করতে গেলে শুধুমাত্র পৌরাণিক বা লোককাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে পটচিত্র অঙ্কন করা ঠিক নয়। আধুনিকতায় পটশিল্পকে আমাদের নতুন মাধ্যমে জড়িত করতে হবে। পটুয়া কারিগরদের সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিকগুলিকে কাহিনী আকারে চিহ্নিত করে পটচিত্রে স্থান দিতে হবে। এমনকি দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ, জলদূষণ, বিজ্ঞান, পাহাড়, পর্বত, নতুন নতুন নৃত্য, গান, গল্পকে পটচিত্রের রূপ দিতে হবে। প্রাকৃতিক রংগুলির বদলে জলের রং, ডিজিটাল রং ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, নেটওর্য়াকিং সাইট, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই শিল্পের প্রচার মাধ্যম বাড়াতে হবে। এই পটশিল্পকে কেন্দ্র করে পটুয়ারা বিভিন্ন হস্তশিল্পে যোগদান দিয়ে পটের ব্যাগ, পটের পোশাক, এমনকি পটের আসবাবপত্র তৈরি করেছেন। পটচিত্রের আধুনিকীকরণ হল বাংলার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন, যা এই প্রাচীন শিল্পকে বর্তমান সময়ের সাথে উপযোগী করে তুলেছে। সময়ের সাথে সাথে পটুয়ারা বর্তমান বিষয়ের উপর পট তৈরি করে আধুনিকতায় আধুনিক দিকটি পরিবেশিত করছে এবং নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পে উৎসাহিত করছে।

উপসংহার :- পরিশেষে বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু শিল্প গড়ে ওঠে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ জনসাধারণ সেই শিল্পটির ঠিকমতো মূল্য দিতে পারে না। ভয়-ভীতি, দুঃখ-যন্ত্রনা সব কিছুকে ত্যাগ করে পটশিল্পের মাধ্যমে আমাদের খুশি করার চেষ্টা করে পট বা পটুয়ারা। এই পটুয়ারা উঁচু সমাজ থেকে কত বিতাড়িত কিন্তু তবুও এদের কোনো চিন্তা নেই, যন্ত্রনা নেই, এরাই তো প্রকৃত মানুষ। কেননা এমন চিত্রকর এরা ভালোমন্দ কথা, ঘটে যাওয়া ঘটনা, সমস্ত কিছু ব্যক্ত করতে পারে পটচিত্রের উপর যা আমাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। যুগ যুগান্তর থেকে এই পটুয়ারা নিজেদের শিল্পকে ধরে রেখেছে বলেই, বাংলার ঐতিহ্যে এদের ভূমিকা অতুলনীয়॥

গ্রন্থপঞ্জি

১. মল্লিক, শ্রীহর্ষ, প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা, পরিবেশক: পুস্তক বিপণি ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলি- ৯, ১৯৮৫।

২. মান্না, কুমার সুব্রত, বাংলার পটচিত্র, পটুয়াসংগীত, পটুয়াসমাজ ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, ২০১২।

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার কল্যান, বাংলার লোকশিল্প, প্রকাশক: সুকুমার চৌধুরী, পুরোগামী প্রকাশনী, ১০০/১ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ কলিকাতা-৪।

৪. মল্লিক, শ্রীহর্ষ, প্রসঙ্গঁ লোকচিত্রকলা, পরিবেশক: পুস্তক বিপণি ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলি- ৯, ১৯৮৫।

৫. সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, প্রকাশক: সচিব লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৬৮, ডিসেম্বর ২০০০।

৬. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, বাংলার পট ও পটুয়া, অমরভারতী, সংস্করণ ২০২৪।

৭. ভট্টাচার্য, অশোক বাংলার চিত্রকলা, প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প্রকাশ:- ২০ মে, ১৯৯৪।

৮. দত্ত, শ্রীগুরুসদয়, পটুয়া সঙ্গীত, Printed and published by Bhupendralal Banerjee at the Calcutta University press, Senate house, Calcutta. July, 1939.

তথ্যসূত্র:

[1]. .প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা- শ্রী, শ্রীহর্ষ মল্লিক, পৃষ্ঠা:-৫২

[2]. মান্না, কুমারসুব্রত, বাংলার পটচিত্র, পটুয়াসংগীত, পটুয়াসমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা:-৬

[3]. বাংলার লোকশিল্প- ড. কল্যান গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা:- ৫৪-৫৫

[4]. প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা-শ্রী, শ্রীহর্ষমল্লিক, পৃষ্ঠা:- ৫১

[5]. সাঁতরা, তারাপদ- পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, পৃ:-৪১